ধর্ম

মধু সরকার

ধর্ম সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমে ধর্ম শব্দটির তাৎপর্য্য জানা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে পথে গেলে মানুষ ভগবানকে পাওয়া যায় ভেবে চলে, তাকেই ধর্ম মনে করে। তবুও মানুষের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে — যেমন ধর্ম কি? ভগবান কে? তিনি কোথায় আছেন? কোথায় গেলে বা কেমন করলে তাঁকে পাওয়া যায় - এইগুলি মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের আদৌ জ্ঞান নেই। জানার ইচ্ছা থাকলেও সহজে তা জানা সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ জানাবার বিশেষ ব্যক্তির অভাব। দ্বিতীয়তঃ বুঝবে এমন ব্যক্তির অভাব। এই উভয় কারণে প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

জীবজগৎ মাত্রই ধর্মাবলম্বী। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পাখী, পশু থেকে মনুষ্য পর্য্যন্ত সবাই ধর্মাবলম্বী। প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম অবলম্বন করে লালিত, পালিত পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত বলেই সবাইকে ধর্মাবলম্বী বলা হয়। ধর্ম কোন পৃথক বস্তু নয়। স্ব স্ব কথাটির ব্যবহারে আপাততঃ পৃথকবোধ হলেও ধর্ম পৃথক নয়। বস্তুতঃ ধর্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ধর্ম শাশ্বত, সনাতন, নিত্য, অব্যয় ও অক্ষর। প্রমাণ - ‘‘অজো নিত্য শাশ্বতো হয়ং পুরানো’। স্ব স্ব এর পৃথকত্ব হেতু পৃথক বলে বোধ হয়। এমন প্রশ্নও মনে হতে পারে বা স্বাভাবিক - মানবজাতি ধর্মাবলম্বী সত্য, কিন্তু কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখী এরা ধর্মাবলম্বী হলো কি করে? তাদের ধর্ম বা কি? ধর্ম সম্বন্ধে মূল তত্ত্ব আমাদের অবগত না থাকা হেতু কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশু পাখীদের ধর্মও আমাদের অজ্ঞাত।

ধর্ম বলতে সাধারণতঃ আমরা আচার, অনুষ্ঠান, পূজা, অর্চ্চনা, যাগযজ্ঞ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ্যাদি বুঝি। মানবজাতির মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় আছে। তাদের ধর্ম ও আবার পৃথক। হিন্দুরা হিন্দুধর্মাবলম্বী, মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, খৃষ্টানেরা খৃষ্টধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, হিন্দুদের মধ্যেও কতক সম্প্রদায় আছে। কেউ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, কেউ শাক্ত ধর্মাবলম্বী, কেউ বা শৈব ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের পৃথকত্ব হেতু ধর্মও পৃথক পৃথক

অর্থাৎ অনেক। বস্তুতঃ সর্ব সম্প্রদায়ের ও সর্ব জীবের ধর্ম এক। এইটা কখনও পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়। ধর্ম সম্বন্ধে মূল কথা শুনে কোনটা প্রকৃত ধর্ম তা সঠিক বুঝতে সক্ষম নই। স্ব স্ব দল পুষ্টির জন্য সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুযেরা ব্যস্ত। কিন্তু একবারও ভাবি না ধর্ম কখনও পৃথক হতে পারে না। বরং পৃথক ভাবই অধর্ম।

ধর্ম নিয়ে এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ, বিরোধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামাও হতে দেখা যায়। এক সম্প্রদায় বলে আমার ধর্ম আগে সৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ, অন্য সম্প্রদায় বলে আমার ধর্ম আগে সৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত ধর্ম তত্ত্বের দিকে না গিয়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্মকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মানুযেরা ছোট বড় বোধে নিজেরাই হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। অথচ সমাধান হচ্ছে না। যদি বলা হয় - ফুল আগে না ফল আগে? কেউ বলবে - ফুল আগে, কেউ বা বলবে ফল আগে। মনে করি - ফুল আগে। তা হলে প্রশ্ন - ফল (বীজ) ছাড়া ফুল আগে আসবে কি করে? যদি বলা হয় - ফল (বীজ) আগে, তা হলে আবার প্রশ্ন - ফুল ছাড়া ফল এল কোথা থেকে? শত বাক বিতণ্ডায়ও এর সমাধান করা সম্ভব নয়। আবার যদি বলা হয় পিতা আগে না পুত্র আগে, স্বাভাবিক ভাবে সবাই বলবে - পিতা আগে, পুত্র পরে। এখন প্রশ্ন - পিতা যদি আগে আসেন, তবে পিতাও তো একদিন পুত্র ছিলেন, পিতার যিনি পিতা, তিনিও তো একদিন পুত্র ছিলেন। তা হলে পিতা আগে আসবেন কেন? এটাকে (প্রবাহকে) অনাদি বলা হয়। বস্তুতঃ পুত্র জন্ম থেকে নিজ দেহে পিতৃবীজ ধারন করেই জন্মগ্রহন করে থাকে। তবে তা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে দেহে অবস্থান করে বলে অপ্রকাশ। যেমন একটি বট বীজের মধ্যে বিরাট বটবৃক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে অথচ অপ্রকাশ। তদ্রুপ প্রশ্ন - মানুষ আগে না ধর্ম আগে। ধর্ম যদি আগে সৃষ্ট হয়, তবে ধর্মকে কে সৃষ্টি করেছেন? যদি বলা হয় - মানুষ আগে, ধর্ম পরে। তবে বুঝতে হবে মানুষ জন্মগ্রহন করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহন করেছে। তাই যদি হয় - তবে জন্মের পরে শুদ্রপুত্রের কর্নচ্ছেদন করা হয় কেন? ব্রাহ্মণ পুত্রের উপনয়ন হয় কেন? মুসলমান পুত্রের মুসলমানী করা হয় কেন? বস্তুতঃ এইগুলি ধর্ম নয় - ধর্মেরই অঙ্গ। ধর্মের অঙ্গ কখনও ধর্ম হতে পারে না। ধর্ম কারো কর্ত্তৃক সৃষ্ট নন। ধর্ম - অজ, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। এর কোন জন্মও নেই

বিনাশও নেই।

প্রমাণ — গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং

ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ,

অজো নিত্যঃ শাশ্বতো হয়ং পুরানো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

অর্থাৎ এই ধর্ম (আত্মা) কখনও জন্মান না মরেনও না। ইনি উৎপন্ন হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হন না। ইনি জন্মরহিত, চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, অনাদি পুরাণপুরুষ। শরীর বিনষ্ট হলেও ইনি হত হন না।

ধর্ম শব্দের তাৎপর্য্য বিশ্লেষন করলে বুঝা যায় - ধর্ম কি? ধর্ম শব্দের উৎপত্তি - ধৃ ধাতু মন প্রত্যয় যোগে ধর্ম। ধৃ শব্দের অর্থ ধারণ বা পোষণ করাকে বুঝায়। অর্থাৎ যিনি সকল জীবকে ধারণ বা পোষণ করে আছেন — তিনিই ধর্ম। সকল জীবকে কে ধারণ বা পোষন করে আছেন? যদি বলা হয় - অন্ন সকল জীবকে ধারণ বা পোষন করে আছে, তাও ঠিক নয়। কারণ সকল জীবের অন্ন এক নয়। কোন জীব মাংসভোজী, কোন জীব তৃণভোজী ইত্যাদি। সুতরাং পৃথক হেতু অন্ন ধর্ম হতে পারে না। যদি বলা হয় - বায়ু সকল জীবকে ধারণ বা পোষণ করে আছে, তাও ঠিক নয়। কারণ মৃতদেহের বায়ু থাকে। যদি বায়ু না থাকত তবে বাইরের বায়ুর চাপে তা পিষ্ট হয়ে যেত বা আরও খানিকটা বাইরের বায়ু মৃতদেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে যদি ইহা জীবিত হয়ে যেত, তাহলে বায়ু ধর্ম হত। তা যখন হচ্ছে না তখন বায়ু ও ধর্ম হতে পারে না। যদি বলা হয় - জল সকল জীবকে ধারণ বা পোষণ করে আছে, বস্তুতঃ তাও ঠিক নয়। কারণ মৃতদেহেও জল থাকে বা আরও খানিকটা জল মৃতদেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে যদি ইহা জীবিত হয়ে যেত, তা হলে জল জীবকে ধারণ বা পোষণ করত। তা যখন হচ্ছে না, তখন জলও ধর্ম হতে পারে না। অন্ন, বায়ু, জল যখন ধর্ম হলো না, তখন বুঝতে হবে এমন এক মহান শক্তি আছেন যা সকল জীবগণের মধ্যে অবস্থান করে, সর্ব জীবের ধারণ পোষণ করছেন — তিনিই

ধর্ম। তিনি সর্ব জীবে প্রাণরূপে বিরাজমান। অতএব এই প্রাণই ধর্ম। প্রাণের উপাসনা করাই ধর্ম করা। তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, খৃষ্টানও নন, বৌদ্ধও নন। তিনি নারীও নন, পুরুষও নন। প্রতি ঘটে ঘটে (দেহে) এক প্রাণই বিরাজমান। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ - এইগুলি ধর্ম নয়, এইগুলি এক এক সম্প্রদায়। তিনি সকল সম্প্রদায়ে আছেন সত্য, কিন্তু কোন সম্প্রদায় তাতে নেই। সকল দেহে প্রাণ রয়েছেন, কিন্তু সেই প্রাণের প্রতি জীবের লক্ষ্য নেই। অতএব লক্ষ্য না থাকায় জীবের প্রাণে থাকা হলো না। সেই রূপ তিনি (প্রাণ) সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও সকল সম্প্রদায় তাঁতে ভুক্ত নয়। সম্প্রদায় বহু হওয়ায় এইটা ধর্ম হতে পারে না। ধর্ম এক (আত্মা) এবং অদ্বিতীয়।

যেমন - আমি মানুষ - হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি আমার। আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি নিশ্চয় কেউ বলে না। আমার হাত, আমার পা ইত্যাদি বলে থাকি। এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হলেও 'আমি'র অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না। কারন আমি আর আমার শব্দ দুটি স্বতন্ত্র ও পৃথক। এরা আমিরই অঙ্গ। অঙ্গ কখনও আমি হতে পারে না। বরং 'আমি'র অস্তিত্ব লুপ্ত হলে এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হলেও আমির অস্তিত্ব ঠিকই থাকে। অতএব আমির অস্তিত্বে এদের অস্তিত্ব। ধর্মও তেমন কোন আচার, অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, নীতিবোধ বা অনুশাসন নয়। ভক্তি, প্রেম, দান, জ্ঞান, কর্ত্তব্য ও নয়। এক কথায় ধর্ম কোন বাহ্যিক ব্যাপার নয়। জগতে সব কিছু ধর্ম হতে জাত ও ধর্মে স্থিত এই সব কিছুর মধ্যে ধর্ম বিরাজমান, কিন্তু এরা ধর্মে নেই। ধর্মের অস্তিত্বে এদের অস্তিত্ব। এইটা এক এক দেশে বা এক এক জীবে ভিন্ন হতে পারে। তত্ত্বতঃ ধর্ম সকল জীবে ও সকল দেশে এক। কারণ সর্বত্রই প্রাণরূপে ধর্ম বর্তমান। মানুষ থেকে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখী সকলের একই ধর্ম। কারণ সকলে একই প্রাণরূপী ধর্ম ধারণ বা পোষণ করছে। বাইরের যেগুলিকে আমরা ধর্ম বলি, বস্তুতঃ এগুলি মানব সমাজের অনুশাসনের জন্য অপরিহার্য্য। মানুষ সমাজের অনুশাসন মেনে চলে - এটা মানুষের সৃষ্ট। তাও আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কিন্তু জীবজন্তুদের কোন সমাজ নেই, তাই তাদের অনুশাসনও নেই। তাই বলে কি তাদের ধর্ম নেই, তা হতে পারে না। কিসের প্রেরণায় জীবজন্তুও তাদের সন্তানদের ভালবাসে? সেই প্রেরণার

উৎসস্থল প্রাণরূপী ধর্ম। অতএব যে ধর্ম সর্ব জীবে এক - তাই ধর্ম। কারণ ধর্ম সকলের জীবন, ধর্ম সকলের প্রাণ।

গীতায় ভগবান গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ—

প্রানোহি ভগবান ঈশঃ, প্রান বিষ্ণু পিতামহ,

প্রানেন ধার্য্যতে লোক ঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান, ঈশ্বর, প্রাণই পিতা পিতামহ। প্রাণ সকল লোককে ধারণ করে আছেন। পুরো জগৎটাই প্রাণময়।

তাই ধর্ম ছাড়া কেউ এক মূহুর্ত্তও বাঁচতে পারে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায় গুলি কোন না কোন মহাপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব কোন বা কোনদিন এগুলির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অস্থায়ী বলে এগুলি ধর্ম হতে পারে না। প্রকৃত ধর্মের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। জীবজগৎ ধর্মকে অবস্থান করেও ধর্মকে জানতে চায় না, এই বড় দুঃখের বিষয়।

With Best Compliments From :

M/s. Hilton & Co.

Medical Book Distributors,
Importers, Sellers.

109, College Street,
Calcutta- 700 012, Tel. : 2371568,
Cable : Therapy,
Calcutta
Established 1890

With Best Compliments From :

A

WELL

WISHER